২৬/৮/২০০৩

যুগান্তর

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

শান্তা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সংকট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফিরোজ আহমদকে হলে তার নিজ রুমে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। বুক খালি হল আবার এক দুঃখিনী মায়ের। তার ভবিষ্যৎ জীবনের হাজারো রঙিন স্বপ্ন সামনে নিমিষেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আকাশ কাঁপানো আহাজারি ও বুকফাটা আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে উঠছে। দুঃখিনী মা হয়তো অবাক দৃষ্টিতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছেন, আমার ছেলেকে লাশ করে ফেরত পাঠালেন কেন? এর কোন কিছুই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছবে না, আর পৌঁছলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের তথা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের কর্তা উপাচার্য এর কি জবাব দেবেন?

গত ২৯ জুলাই থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, আবাসিক হলগুলোতে বিগত পাঁচ বছরে ছাত্রলীগ কর্তৃক বিতাড়িত বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দেয়া, হলগুলোকে বহিরাগত ও সন্ত্রাসীমুক্ত করা ইত্যাদি দাবিকে সামনে রেখে ছাত্রদল লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেছিল। এই ধর্মঘটও হুট করে ডাকা হয়নি। এসব যৌক্তিক দাবিকে কেন্দ্র করে অনেক মিছিল, মিটিং, সমাবেশ; সাংবাদিক সম্মেলন, ভিসির দফতরে স্মারকলিপি পেশ, ভিসির অফিস ঘেরাও ইত্যাদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দাবি পেশের পরও কোন প্রকার আশ্বাস না পেয়ে শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ধর্মঘটের মতো কর্মসূচি দিতে বাধ্য হয়। ফলে উপাচার্য পরিস্থিতি বেগতিক দেখে প্রতিটি হলে নোটিশ এবং পত্রিকার মাধ্যমে পূর্ব ঘোষণা দিয়ে হলগুলোকে তল্লাশি ও ছাত্রশূন্য করে পরিচয়পত্র দেখে ছাত্রদের হলে তুলে দেন। এ পদ্ধতিটি সাধারণ ছাত্রসমাজ মেনে নিতে পারেনি এবং পুরো ব্যাপারটি দেশবাসীর কাছে মহা প্রহসনে পরিণত হয়।

এরপর উপাচার্য মিডিয়ায় প্রচার করেন যে হলগুলোকে অস্ত্র ও বহিরাগতমুক্ত করা হয়েছে। অথচ তার এই দাবী পুরো দেশবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করার শামিল। ওই তল্লাশি অভিযানে কোন অস্ত্র উদ্ধার হয়নি এবং কোন বহিরাগতও গ্রেফতার হয়নি। আর হবেইবা কি করে– কারণ অবৈধ অস্ত্রবাজরা উপাচার্যের ইঙ্গিতে আগেই সরে পড়েছিল। প্রহসনের নাটক মঞ্চস্থ পরে তারা পুনরায় ফিরে আসে। এতদসত্ত্বেও ধর্মঘটী ছাত্রদল দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে, সেশনজটের কবল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ ছাত্রদের রক্ষার কথা চিন্তা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দেয়া প্রস্তাব মেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরপাড়ার চারটি হলে প্রথম পর্যায়ে উঠতে সম্মত হয় এবং ধর্মঘট আংশিক প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে গত ৯ ও ১০ আগস্ট জিয়াউর রহমান, বঙ্গবন্ধু, জসীমউদ্দীন এবং সূর্যসেন হলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিতাড়িত ৬৭ জন বৈধ ছাত্র সীট লাভ করে এবং সমস্যা সমাধানের কিছুটা পথ প্রশস্ত হয়। এর ফলে ছাত্রদল তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয় এবং ১৩ আগস্ট থেকে ক্লাস নেওয়া শুরু হয়।

শিক্ষার এই সুষ্ঠু পরিবেশ যেন একটি ছাত্র সংগঠন মেনে নিতে পারেনি। কারণ হলগুলোতে সহাবস্থানের ফলে সাধারণ ছাত্রদের ওপর তাদের অত্যাচার-নির্যাতনে ভাটা পড়ে, জোর করে মিছিল-মিটিংয়ে নেয়া বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এমনকি হল অফিসগুলোতে তাদের আধিপত্য বিস্তারে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। এ কারণেই ১৩ আগস্ট ছাত্রলীগ সূর্যসেন হলের প্রভোস্টের রুম ভাঙচুর করে এবং তার পদত্যাগের দাবিতে মিছিল করে। তখন থেকেই ছাত্রলীগ সব হলে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বহাল রাখার জন্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সব নেতা-কর্মীকে হলগুলো থেকে বের করে দেয়ার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে গত ১৭ আগস্ট দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে। কোন প্রকার সংঘর্ষ, ধাওয়া, পাল্টাধাওয়া কিংবা উস্কানি ব্যতীত জিয়াউর রহমান হলে গুলিতে নিহত হয় ফিরোজ। কে বা কারা তাকে গুলি করল, কেন গুলি করল? কারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল সবই অজ্ঞাত এবং রহস্যময়, যা পরদিন সব দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এরপর ফিরোজের রক্তাক্ত লাশের ওপর দাঁড়িয়ে ছাত্রলীগ পূর্বপরিকল্পিত নীলনকশা মোতাবেক হল দখল ও আধিপত্য বিস্তারের মহোৎসবে মেতে ওঠে। নির্মমভাবে গজারি কাঠ দিয়ে ছাত্রদলের কর্মীদের পেটাতে পেটাতে একযোগে সব হল থেকে সম্পূর্ণ অবৈধ ও অমানবিকভাবে বের করে দেয়। তাদের কেউ নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, বইখাতা, জামা-কাপড় ইত্যাদি নিয়ে বের হতে পারেনি। ঘটনার শেষ এখানেই নয়– ছাত্রদলের কর্মীদের সব রুম ভাংচুর করা হয়, জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রুমে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের হল থেকে বের করে দেয়ার প্রতিবাদে এবং ফিরোজ হত্যার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তথা দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে পুনরায় ছাত্রদল ধর্মঘট ডাকতে বাধ্য হয়।

এত নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও উপাচার্য মহোদয়ের মুখে টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত নেই। তিনি ফিরোজ হত্যার কারণ তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের হল থেকে বের করে দেয়ার কারণ ও সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কোন কমিটি গঠন করেননি।

এত নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও উপাচার্য মহোদয়ের মুখে টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত নেই। তিনি ফিরোজ হত্যার কারণ তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের হল থেকে বের করে দেয়ার কারণ ও সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কোন কমিটি গঠন করেননি।

৩ আগস্টের প্রহসনমূলক হল তল্লাশির পর উপাচার্য মহোদয় ঘোষণা করলেন যে, হলগুলো অস্ত্র ও বহিরাগত সন্ত্রাসীমুক্ত। এ কথা যে ডাহা মিথ্যাচার, দলীয় মনোভাবের নগ্নতা এবং অস্ত্রবাজ, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের পুনর্বাসনের অপচেষ্টা মাত্র তা ফিরোজ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়। এখন ভিসির কাছে প্রশ্ন হল– যদি হলগুলো অস্ত্রমুক্ত হয়ে থাকে তবে ১৭ আগস্টের ব্যবহৃত অস্ত্রটি জিয়াউর রহমান হলে এল কিভাবে? এটা কি প্রমাণ করে না যে শুধু ওই একটি নয় বরং একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র হলগুলোতে রয়েছে। মাননীয় উপাচার্য, তরতাজা প্রাণঘাতী অস্ত্রগুলো হলে রেখে কিভাবে বা কোন যুক্তিতে ছাত্র সংগঠনগুলোর সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করলেন? আপনার কি লাশের খুব প্রয়োজন ছিল এবং তাতে কি সফলকাম হয়েছেন? প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় দলকে সমর্থন করতে পারেন কিন্তু দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও নগ্নতা ঘৃণ্যতম। যাই হোক ক্যাম্পাসে আপনার লাশের তৃষ্ণা মিটলেও তা অন্যের ঘাড়ে চাপানোর প্রত্যাশা নিশ্চয়ই পূরণ হয়নি। কারণ দেশের প্রতিটি মানুষ সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের সুবাদে জেনে গেছে যে, ফিরোজ হত্যাকাণ্ড আওয়ামী ছাত্রলীগেরই কীর্তি। কেননা, ছাত্রদল এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকলে অবশ্যই তারা হল থেকে বের হয়ে যেত না। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ যেমন সামনের দিকে এগোতে বাধ্য হয় তেমনই ছাত্রদল সশস্ত্র অবস্থায় থাকলে বাঁচার তাগিদে হয়তো তারাও পাল্টা আক্রমণ চালাতে বাধ্য হতো। তাই এটা পরিষ্কার যে, ছাত্রদলের যারা হলগুলোতে উঠেছিল তারা সবাই তরুণ মেধাবী ছাত্রদল নেতা ও কর্মী। তাদের মধ্যে কেউ চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ বা অস্ত্রবাজ মাস্তান ছিল না। তাছাড়া ছাত্রদল এগুলোকে প্রশ্রয়ও দেয় না। উপাচার্য মহোদয় এরপরও কি আপনার আরও লাশের প্রয়োজন আছে? না থাকলে কিভাবে আপনি দুটি বিবদমান ছাত্র সংগঠনকে মুখোমুখি অবস্থানে রেখে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছেন? দেশবাসী, উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত আপনাদের কাছ থেকে নিরপেক্ষ, শিক্ষণীয় ও গণতান্ত্রিক আচরণ প্রত্যাশা করে যা আপনি প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ হওয়াটাই স্বাভাবিক, কেননা আপনি তো আওয়ামী লীগের নির্বাচন উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রধান। আপনাকে আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনাকারী তথা ছাত্রলীগের রক্ষকের ভূমিকায় আমরা দেশবাসী দেখতে চাই না। দেখতে চাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে নিরপেক্ষতার শীর্ষে অবস্থানকারীর ভূমিকায়। এ লক্ষ্যে আমাদের সুপারিশ হল– ১৭ আগস্টের ঘটনার জন্য জাতির কাছে আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কারণ ওই ঘটনার দায়ভার একান্তই আপনার। নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত ও গ্রেফতারের ব্যবস্থা করুন। প্রহসন না করে বাস্তবতার নিরিখে হলগুলোতে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করুন এবং বিতাড়িত ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের ও সাধারণ ছাত্রদের হলে তুলে দিয়ে সহাবস্থান নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনে সহাবস্থানের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে ও হলগুলোতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করুন। অন্যথায়, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে উপাচার্যের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। তবে যাই করুন শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা, গণতন্ত্রের চর্চা এবং দেশের ও জনগণের কল্যাণেই করুন, যা সবারই কাম্য।

শান্তা : *সাধারণ সম্পাদক, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, শামসুন নাহার হল শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*